মার্ক্সবাদ কি বিজ্ঞান?

-বিপ্লব

যারা পৃথিবীতে স্বর্গের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, তারাই পৃথিবীটাকে নরক বানিয়েছে।

-স্যার কার্ল পপার

শেষে আমাকেই মার্ক্সবাদের সপক্ষে লিখতে হচ্ছে। একে দশকোটি লোক হত্যার অপরাধে, আধিকাংশ লোক মার্ক্সবাদ শুনলে ঘৃণা করে, তারপরে সেতারা হাশেমের মতন ইসলামিক অস্তিত্বতাবাদে ভোগা বিকৃত রুচির লোকেরা যদি মার্ক্সবাদী হিসাবে নিজেদের দাবী করে গর্দভামৃত লিখতে থাকে, মার্ক্সবাদের প্রতি লোকেদের বিতৃষ্ণা বাড়বে।

প্রথমত যেটা জানা দরকার, আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, যা নিয়ে আমি লিখলাম, অর্থাৎ প্রকল্প, বিরুদ্ধ প্রকল্প এবং বিকল্প প্রকল্প এর পরীক্ষা এবং সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষন, সেটা দ্বান্দিক বস্তুবাদের বা মার্ক্সবাদের বৈজ্ঞানিক এবং উন্নততর রূপ। যারা দ্বান্দিক বস্তুবাদ জানেন, তাদেরকে আমাকে বলে দিতে হবে না যে, প্রকল্প এবং বিরুদ্ধ প্রকল্প হচ্ছে-থিসিস এবং আন্টিথিসিস। যার দ্বন্দের মাধ্যমে সিন্থেসিস হয়। সেটাই দ্বান্দিক বস্তুবাদ। চটি বই পড়ে, সেটা সেতারা হাশেমের জানার কথা নয়, এবং সেই জন্য বিজ্ঞানবাদকে পরিতক্ত্য বলে দিলেন! তারমানে যে তার প্রাণের মার্ক্সবাদকে পরিত্যাগ করা সেটা অবশ্য ভন্ড মার্ক্সবাদীদের জানার কথা নয়!

সে যাক। কোন মানসিক রুগীকে আঘাত দিয়ে, আমার কোন লাভ নেই। বরং একথা জানানো প্রয়োজনঃ

(১) মার্ক্সবাদ বিজ্ঞানবাদের পুর্বাসূরী কিন্তু বিজ্ঞানের আধুনিক সংজ্ঞাভুক্ত নয়ঃ
বিজ্ঞানের সাথে অপবিজ্ঞান, পরাবিজ্ঞান ইত্যাদির পার্থক্য নিরূপন করেন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির শ্রেষ্ঠ দার্শনিক স্যার কার্ল পপার(১৯০২-১৯৯৪)। সেটাই বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে 'একমাত্র' গ্রহনযোগ্য সংজ্ঞা। মার্ক্সবাদ কেন বিজ্ঞানের সংজ্ঞাভুক্ত হবে না, সেটা নিয়ে গবেষনা করতে গিয়েই পপার বিজ্ঞানের পদ্ধতির আধুনিক সংজ্ঞা আবিস্কার করেন। আমি স্টানফোর্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের পঠন থেকে তুলে দিচ্ছিঃ
http://plato.stanford.edu/entries/popper/

The Marxist account of history too, Popper held, is not scientific, although it differs in certain crucial respects from psychoanalysis. For Marxism, Popper believed, had been initially scientific, in that Marx had postulated a theory which was genuinely predictive. However, when these predictions were not in fact borne out, the theory was saved from falsification by the addition of *ad hoc* hypotheses which made it compatible with the facts. By this means, Popper asserted, a theory which was initially genuinely scientific

degenerated into pseudo-scientific dogma.

(অর্থাৎ মার্ক্সিয়তত্ত্বে থিসিস বা প্রকল্পকে ত্রুটিপূর্ণ ধরা হয় বটে কিন্তু মিথ্যে বলে ধরা হয় না। এর ফলে কোন পরীক্ষা (বা ইতিহাস) মার্ক্সীয় ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে গেলে, আরো কিছু পুর্বনির্ধারিত মার্ক্সীয় প্রকল্প ঢোকানো হয়। সেই প্রকল্পকে বাতিল করা হয় না। এই না-বাতিল অনুমানের জন্য মার্ক্সীয় তত্ত্ব ধর্মে পরিনত হয়। সেইজন্য কোন তত্ত্ব বিজ্ঞানসম্মত হওয়ার প্রাথমিক সর্ত হচ্ছে, সেই তত্ত্বকে বাতিলযোগ্য হতে হবে। সেটাই আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রকল্পের সংজ্ঞা। মার্ক্সবাদে 'বাতিলযোগ্য থিসিস' বলে কিছু নেই। তাই অবৈজ্ঞানিক।)

These factors combined to make Popper take *falsifiability* as his criterion for demarcating science from non-science: if a theory is incompatible with possible empirical observations it is scientific; conversely, a theory which is compatible with all such observations, either because, as in the case of Marxism, it has been modified solely to accommodate such observations, or because, as in the case of psychoanalytic theories, it is consistent with all possible observations, is unscientific. For Popper, however, to assert that a theory is unscientific, is not necessarily to hold that it is unenlightening, still less that it is meaningless, for it sometimes happens that a theory which is unscientific (because it is unfalsifiable) at a given time may become falsifiable, and thus scientific, with the development of technology, or with the further articulation and refinement of the theory. Further, even purely mythogenic explanations have performed a valuable function in the past in expediting our understanding of the nature of reality.

(অর্থাৎ তত্ত্বের বাতিলযোগ্যতাই নির্ধারণ করে কোন পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক এবং কোন পদ্ধতি নয়। ১০০% গ্রহনযোগ্য তত্ত্ব আসলেই অবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হতে বাধ্য। বরং ৫০% বাতিলযোগ্য তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক!)

তত্ত্ব বাতিলযোগ্য না হলে বিজ্ঞানের তত্ত্ব হয় না!

ব্যাপারটা একটু ভাবা যাক। আমরা যারা ল্যাবেরটারীতে কাজ করি, তারা এই ব্যাপারে সিজনড। ব্যাপারটা হল এই যে, ধরুন খেটে খুটে একটা ভালো যুক্তিবাদী তত্ত্ব দাঁড় করালাম। অনেক গণিত এবং কম্পুটারে সিমুলেশন করে। কিন্তু ল্যাবেরটারীতে পরীক্ষা করার সময়, সেই তত্ত্বকে যতই ত্রুটিমুক্ত ভাবি না কেন, আমি দেখেছি, পরীক্ষালব্ধ ফলে একটা না একটা চমক থাকেই। মানে বেশ কিছু রেজালট সব সময় মেলে না। এই না মেলা ফলগুলো বিশ্লেষন করতে গিয়ে, আরো কিছু তত্ত্ব দাঁড় করাতে হয়। সেটারো পরীক্ষা করতে হয়। এবারো দেখা যায় তত্ত্বের কিছু ভুল আছে। আবার এমনো হয়, তত্ত্বটা পুরোটাই ভুল। তখন বাতিল করতে হয়। এই ভাবে কোন সিস্টেম সম্বন্ধে আমার জ্ঞান এগিয়ে চলে। এটা আমার নিত্যদিনের অভিজ্ঞতা। একটু ভাবলেই বোঝা যাবে, তত্ত্ব বাতিলযোগ্য না হলে পরীক্ষা করার দরকার নেই।

আরো এগিয়ে গিয়ে বললে, কোন তত্ত্ব বিজ্ঞানের তত্ত্ব হবে তখনি যদি, তার বিরুদ্ধে (পক্ষে না) নূন্যতম একটা প্রমান পাওয়া যায়! আর যদি সব প্রমানই বিরুদ্ধে থাকে? তাহলেও সেটা বিজ্ঞানের তত্ত্ব কিন্তু, বাতিলতত্ত্ব! যদি ১০০% ভাগ প্রমান পক্ষে থাকে? তাহলে সেই তত্ত্ব অবৈজ্ঞানিক! যাতে ১০০% না মেলে সেই জন্য নির্ভরতার % দেওয়া হয়। অর্থাৎ একটা তত্ত্ব ৯৫% বা ৯৯% নির্ভরযোগ্য না হলে (

মানে ৯৫% বা ৯৯% ক্ষেত্রে না মিললে), সেই তত্ত্বও বৈজ্ঞানিক প্রকল্প কিন্তু বাতিল প্রকল্প । তত্ত্বের এই যে ৫% বা ১% ভুল, এটার জন্যই একে বৈজ্ঞানিক প্রকল্প বলে।

১৯৩৪ সালে স্যার পপারের এটাই ছিল যুগান্তকারী আবিস্কার (The logic of Scientific discovery)। বইটা বেড়োনোর সাথে সাথেই সারা পরে যায় এবং রসায়নবিদ ওয়াচারসেচার এবং মহাকাশতত্ত্ববিদ ফ্রাঙ্ক টিপলার বইটিকে শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দর্শন বলে বর্ণনা করেন। এক ধাক্কায় মার্ক্সবাদ, ফ্রেয়েডিয়ান মনোবিজ্ঞান, স্বভাববাদ ইত্যাদি অবৈজ্ঞানিক বা আধাবৈজ্ঞানিক (pseudoscience) বলে ঘোষিত হল।

(২) মার্ক্স এবং এঙ্গেলস প্রথম জীবনে (১৮৭০ এর পূর্বে) বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। সেটা স্যার পপারও স্বীকার করেছেন। কিন্তু মার্ক্সবাদকে রাজনীতিতে ঢোকাতে গিয়ে, এটাকে ডক্ট্রীন বা ধর্ম বানিয়েছিলেন। শেষ বয়সে এই পাপের অনেকটা স্বীকারও করেছিলেন।

"There is no royal road to science, and only those who do not dread the fatiguing climb of its steep paths have a chance of gaining its luminous summits".

-Das Capital Vol-1, 1872

মার্ক্সের প্রথম দিকের রচনায় দেখা যাবে, তিনি এই পরীক্ষার ওপর নির্ভর করে বাতিলযোগ্যতার দিকে জোর দিতেন। এবং তার থেকেই উন্নততর তত্ত্বের সন্ধান করতেন। এই জন্য মার্ক্সের প্রথম দিকের রচনাবলী যতটা বৈজ্ঞানিক, পরের দিকের কাজ ততটাই অবৈজ্ঞানিক। স্যার পপার দেখিয়ে ছিলেন, পরের দিকে মার্ক্স, তার নিজের বস্তুবাদের ইতিহাসের (Historical materialism) তত্ত্বের বাতিলযোগ্যতায় বিশ্বাস করতেন না। ফলে, তত্ত্বমেলাতে ভুরি ভুরি ইতিহাস বিকৃতি ঘটাতেন মার্ক্স (Open Societies and Its Enemies,1941)।

'What I wish to show is that Marx's "materialist interpretation of history", valuable as it may be, must not be taken too seriously; that we must regard it as nothing more than a most valuable suggestion to us to consider things in relation to their economic background'

-Sir Popper

শুধু তাই নয়, মার্ক্স যে ভাবে ইতিহাসের ভবিষ্যত কল্পনা করেছিলেন, সেটাকেও সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক বলে প্রমান করেছিলেন স্যার পপার (The poverty of Histoicism,1945)

আসলে সমস্যা শুরু হয় ১৮৭০ সালে থেকে। এঙ্গেলস সিদ্ধান্ত নেন শ্রমিকদের মধ্যে মার্ক্সবাদে জনপ্রিয়তা বাড়াতে হবে। যাদের অধিকাংশই ছিল ধর্মভীরু খ্রীস্টান। ফলে মার্ক্সবাদকে ধর্মের বিকল্প হিসাবে দাঁড় করানোর প্রয়োজনীতা এঙ্গেলস বুঝতে পারেন (যে কারণে আমি বিজ্ঞানবাদকে ধর্মের বিকল্প হিসাবে দাঁড় করাতে চাই)।

"We, at that time, were all materialists, or, at least, very advanced free-thinkers, and to us it appeared inconceivable that almost all educated people in England should believe in all sorts of impossible miracles, and that even geologists like Buckland and Mantell should contort the facts of their science so as not to clash too much with the myths of the book of Genesis; while, in order to find people who dared to use their own intellectual faculties with regard to religious matters, you had to go amongst the uneducated, the "great unwashed", as they were then called, the working people, especially the Owenite Socialists".

Socialism: Utopian and Scientific - Frederick Engels,1881

এখান থেকেই রাজনৈতিক মার্ক্সবাদের উত্থান এবং বৈজ্ঞানিক মার্ক্সবাদের পতন শুরু হয়। অর্থাৎ, মার্ক্সবাদের এই ধর্মীয় পরিনতি ছিল সুপরিকল্পিত। বাতিলযোগ্য তত্ত্বের অনুমান থেকে শুরু না করলে সব তত্ত্বই ধর্মে পরিনত হয় এবং সেটা বিজ্ঞান থাকে না। সেই জন্য কার্লমার্ক্স শেষ বয়সে বলতেন 'আমি মার্ক্সবাদী নই' (মানে আমি আর বৈজ্ঞানিক নেই !)। সে যাইহোক মার্ক্সের রচনাবলী সমাজতন্ত্রের চেয়ে পুঁজিবাদের বিশ্লেষনে অনবদ্য এবং তাতে আর যাই হোক পুঁজিবাদ নিয়ে কোন ছুঁচিবাই নেই। পুঁজিবাদকে কাল্পনিক শত্রু বানায় ভন্ড মার্ক্সবাদীরা । মার্ক্স কিন্তু পুঁজিবাদকে সমাজের বিবর্তনের ধাপ হিসাবেই দেখেছেন, শত্রু হিসাবে দেখেন নি!

In a word, the free trade system hastens the social revolution. It is in this revolutionary sense alone, gentlemen, that I vote in favor of free trade.

-*Karl Marx*: *Speech to the Democratic Association of Brussels at its public meeting of January 9, 1848*

এর পরে লেলিন বা মাও, মার্ক্সিস্ট-লেলিনিজম বা মার্ক্সিস্ট-মাওজিম নামে যে সব তত্ত্ব দিয়েছেন, সেগুলো বিজ্ঞানের আধুনিক সংজ্ঞায় অবৈজ্ঞানিক। যদিও মাও এই আধা-বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিরুদ্ধে অনেক লিখেছেন, কিন্তু তার নিজের তত্ত্বের বাতিলযোগ্যতা নিয়ে কোন বিশ্লেষন করেন নি। তাই তার নিজের তত্ত্বই থেকে গেছে অবৈজ্ঞানিক বা আধাবৈজ্ঞানিক। লেলিনের রচনাতেও দেখা যাবে লেলিন নিজের তত্ত্বের বিরুদ্ধে কোন প্রমান খোঁজার চেস্টা করেন নি। তার তত্ত্বের সমর্থনেই সমস্ত যুক্তি এবং নথি দাঁড় করিয়েছেন। নিজের তত্ত্বের বিরুদ্ধে একটাও প্রমান না জোগার করা পদ্ধতিগত ভাবে অবৈজ্ঞানিক।

We all remember how many religious wars were fought for a religion of love and

gentleness; how many bodies were burned alive with the genuinely kind intention of saving souls from the eternal fire of hell

-Sir Karl Popper

ক্যালিফোর্নিয়া

১২/১০/২০০৫